

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-23 4 November 2026 ◆ Wednesday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



পঞ্চায়েতে ৭১৯০ চাকরি, নিয়োগের সময়সীমা বেঁধে দিলেন শুভেন্দু

নিউটাউনে পাঁচ একর জমিতে তৈরি হবে নতুন পঞ্চায়েত ভবন

কলকাতা : রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরে বড়সড় নিয়োগের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রায় ৭ হাজার ১৯০টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। আগামী ২০২৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নতুন নিয়ম চালু করা হবে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে স্থায়ী নিয়োগ সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি ১ হাজার অস্থায়ী কর্মীও নিয়োগ করা হবে।

বুধবার পঞ্চায়েত ভবনে দফতরের কাজকর্ম পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক,



রাজ্যের বিডিও ও জেলাশাসকরা। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিউটাউনে নতুন বিধানসভার প্রস্তাবিত জমির পাশে পাঁচ একর জায়গায় তৈরি হবে নতুন পঞ্চায়েত ভবন। দীপাবলির পর বিশেষ অধিবেশনেও নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন নিয়ম নিয়ে আলোচনা হবে।

এদিন ১২৫ দিনের কাজ এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, প্রতিদিন ২২ লক্ষ মানুষ ১২৫ দিনের কাজ পাচ্ছেন। প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে কেন্দ্র দেবে ৮ হাজার কোটি এবং রাজ্য ৫ হাজার কোটি টাকা। ইতিমধ্যে কেন্দ্র প্রথম দফায় ১২০০ কোটি টাকা দিয়েছে। তৈরি হয়েছে ৬৫ লক্ষ ৬২ হাজার কর্মদিবস।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আধার সংযুক্তিকরণ ও কেওয়াইসি যাচাইয়ে ৩১ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে। নতুন করে ১০ লক্ষ জব কার্ড দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের দাবি, আগামী দু'বছরে গ্রামের পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনা হবে।

মণিপুরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মৃত চার জঙ্গি, গুলিবিদ্ধ আরও এক

ইম্ফল : মণিপুরের নোনে জেলায় জেলিয়াংরং ইউনাইটেড ফ্রন্টের (জেডইউএফ-জে) সঙ্গে এনএসসিএন-আইএমের সংঘর্ষে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও এক জন। বুধবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ নুংবা থানার অন্তর্গত তাওদাইজাং এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই গুলির লড়াই শুরু হয় বলে সূত্রের খবর।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে এক জন এক পক্ষের এবং অন্য পক্ষের তিন জন সদস্য। সংঘর্ষের পরেও এলাকায় গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেনি। সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ, নিহতদের পরিচয় এবং হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

শিবসাগরে পুলিশের গুলিতে নিহত পাঁচ খুনের অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ

গুয়াহাটি : গুয়াহাটির হোটেল বিলাস ইন-এ পাঁচজনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন। বুধবার ভোরে অসমের শিবসাগর জেলার গড়িসাগর থানার অন্তর্গত ফুলপানিসিগার কাছে রংমন ধাবার সামনে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশের দাবি, হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন গগৈ।



শিবসাগরের পুলিশ সুপার পাপরি চেতিয়া জানান, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ঋণ জালিয়াতির একটি মামলায় তাঁকে গুয়াহাটি থেকে শিবসাগরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে অস্ত্র উদ্ধারের নাম করে পুলিশকে বিভ্রান্ত করে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। ধস্তাধস্তির সময় গুলি চলে। ঘটনায় এক পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। পরে গগৈকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২৬ অক্টোবর গুয়াহাটির উলুবাড়ির হোটেল বিলাস ইন-এ গুলিচালনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন গগৈ।

উত্তর-পূর্বে বিনিয়োগের আহ্বান

প্রতিবেশী দেশগুলির বাজার ধরতে শিল্পপতিদের বার্তা নাগাল্যান্ডের মন্ত্রীর

কোহিমা : উত্তর-পূর্ব ভারতে বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের প্রসার এবং প্রতিবেশী দেশগুলির বাজারে ব্যবসার সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানালেন নাগাল্যান্ডের বিদ্যুৎমন্ত্রী কে জি কেনিয়ে। মঙ্গলবার কোহিমায় ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ইলেকরামা ২০২৭-এর প্রাক্‌বন্ধ-প্রস্তুতি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রতিবেশী দেশগুলির অনাবিষ্কৃত বাজারে প্রবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে। কেনিয়ে শিল্পপতিদের কলকাতাকেন্দ্রিক ব্যবসার গণ্ডি পেরিয়ে নাগাল্যান্ড-সহ

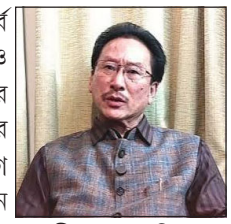

উত্তর-পূর্বে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকায় বিদ্যুৎ পরিকাঠামো দুর্বল হলেও ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ব্যবসার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। উন্নত সড়ক যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক মহাসড়ক এই সুযোগ আরও বাড়াবে।

তিনি বলেন, শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য বেসরকারি শিল্পের বিকাশ জরুরি। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের সুযোগ প্রায় সীমায় পৌঁছেছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরের প্রধান সচিব কে ডি ভিজোও নাগাল্যান্ডে উৎপাদন, সংযোজন ও মেরামতির কারখানা গড়ার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান নিয়ে উদ্বেগ নেই, বরাকের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র: উপেন্দ্র দ্বিবেদী

শিলচর : সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে অস্থিরতা কিংবা চিনের সঙ্গে ভৌগোলিক নৈকট্য; কোনও কিছু নিয়েই বরাক উপত্যকার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। বরাক উপত্যকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত বলে আশ্বস্ত করলেন ভারতের প্রাক্তন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানকে নিয়ে ভারত চিন্তিত নয়। প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। আমেরিকার মতো দেশকেও নিজের অবস্থান নরম করতে বাধ্য করেছে ভারত। মঙ্গলবার শিলচরে কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল সোসাইটি আয়োজিত ডাঃ এস কৃষ্ণমূর্তি স্মারক বক্তৃতায় এই মন্তব্য করেন তিনি।



অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গে দ্বিবেদী বলেন, ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ হলেও কেউ যুদ্ধে প্ররোচিত করলে তার যোগ্য জবাব দিতে জানে। পাকিস্তানের ধারাবাহিক উস্কানির জবাব দিতেই অপারেশন সিঁদুর চালানো হয়েছিল। সেই সময় সেনাবাহিনীকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং গোটা দেশ একজোট হয়ে লড়াই করে। অপারেশনের নামকরণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেও জানান তিনি।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, চিনের সঙ্গে সম্পর্ক, মণিপুর পরিস্থিতি এবং সাইবার হামলার আশঙ্কা নিয়েও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান। তাঁর আশা, আলোচনার মাধ্যমে মণিপুরের অভ্যন্তরীণ সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।

তিপ্রা মথার শীর্ষ কমিটিতেই নেই প্রদ্যোৎ কিশোর, ত্রিপুরার রাজনীতিতে জল্পনা

আগরতলা : তিপ্রা মথার নবগঠিত কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে (সিডব্লিউসি) যোগ দিতে অস্বীকার করলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা। দলের শীর্ষ নেতাদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কমিটির সদস্য হতে রাজি হননি। তবে দলের সাংগঠনিক কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

গত ৩ নভেম্বর প্রকাশিত দলীয় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আট সদস্যের এই কমিটিতে রয়েছেন বি কে হ্রাংখাওয়াল, জগদীশ দেববর্মা, বৃষকেতু দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা, পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, রাতিশ ত্রিপুরা, পল ডাংশু এবং কনেরাম রিয়াং।

এছাড়া যুব তিপ্রা ফেডারেশন ও টিপরা উইমেন ফেডারেশনের সভাপতি এবং ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদাধিকারবলে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে কমিটিতে থাকবেন। উল্লেখ্য, দলের সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত এবং প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যেই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

বুধবার, ১৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৪ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

ইজরায়েলের ভোটে নতুন সমীকরণ

ইজরায়েলের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল দেশটির রাজনীতিতে এক নতুন বাস্তবতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী ও অতি-গোঁড়া ইহুদি দলগুলির জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। কিন্তু বিরোধীরাও ক্ষমতা দখলের মতো স্পষ্ট জনসমর্থন অর্জন করতে পারেনি। এই ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরব নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান। নির্বাচনী অঙ্কে তাদের আসনসংখ্যা এখন সরকার গঠনের সম্ভাব্য সমীকরণ নির্ধারণ করতে পারে।

চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী, নেতানিয়াহুপন্থী জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের ঝুলিতে ৪৮টি আসন। অন্যদিকে, আরব নেতৃত্বাধীন জয়েন্ট লিস্ট ও রা'আম পার্টি সম্মিলিতভাবে পেয়েছে ১৯টি আসন। ইজরায়েলের নির্বাচনী ইতিহাসে আরব দলগুলির এই সাফল্য নজিরবিহীন। সংসদের ১২০টি আসনের মধ্যে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ৬১টি। ফলে কোনও পক্ষের কাছেই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

এখানেই এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি। বিদায়ী সংসদে নেতানিয়াহুর জোটের আসন ছিল ৬৮। তা কমে ৫৩ হওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের অবনতির ইঙ্গিত। কিন্তু এই ফলকে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক পরাজয় বলে চিহ্নিত করাও তাড়াহুড়ো হবে। লিকুদ এখনও দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম এবং নেতানিয়াহুর সমর্থনভিত্তি পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলা, গাজায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, জিম্মি সংকট এবং ইরানের সঙ্গে সংঘাতের আবহেও তিনি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছেন। অর্থাৎ, তাঁর জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানো এবং তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান;দুটি এক বিষয় নয়।

তবে এই নির্বাচনের দ্বিতীয় এবং সম্ভবত আরও গভীর তাৎপর্য আরব ভোটের উত্থান। ইজরায়েলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ আরব নাগরিক। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের একটি বড় অংশ নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও নাগরিক অধিকার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এসেছেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে অনীহা এবং ভোট বয়কটের প্রবণতাও ছিল। কিন্তু এবার আরব দলগুলির আসন বৃদ্ধি দেখিয়ে দিল, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিতরে থেকেই নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে তাঁরা নতুন করে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে নাগরিক নিরাপত্তা, সংগঠিত অপরাধ, বৈষম্য এবং সরকারি পরিষেবার প্রশ্ন। আরব জনগোষ্ঠীর অভিযোগ, তাঁদের এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো মৌলিক বিষয়ে দীর্ঘদিন যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এবারের ভোটে সেই অসন্তোষ রাজনৈতিক ভাষা পেয়েছে। ফলে আরব ভোটকে আর কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে সমান অংশীদার হওয়ার দাবিও।

কিন্তু আসনসংখ্যা বাড়লেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। ইজরায়েলের রাজনীতিতে আরব দলগুলির সঙ্গে জোট গঠনের প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কিত। বহু ইহুদি রাজনৈতিক দল তাদের সঙ্গে সরাসরি সরকার গঠনে আপত্তি জানিয়ে এসেছে। এবারের নির্বাচনের পরও সেই বাধা অটুট। বিরোধী শিবিরের একাংশ নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরাতে আরব দলগুলির সমর্থন চাইতে পারে, কিন্তু সেই সমর্থনকে সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করার রাজনৈতিক সদিচ্ছা কতটা রয়েছে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

বিরোধী শিবিরের জন্যও পরিস্থিতি সহজ নয়। আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন জোটকে ৬১ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হলে আরব দলগুলির সমর্থন অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই পথে এগোলে জোটের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার নেতানিয়াহুর বিরোধিতা করলেও তাঁর ধর্মীয় ও ডানপন্থী মিত্রদের সঙ্গে সমঝোতায় আসা বিরোধী দলগুলির পক্ষে কঠিন। ফলে সরকার গঠনের আলোচনা শুধু আসনসংখ্যার অঙ্কে আটকে থাকবে না; নিরাপত্তা নীতি, ফিলিস্তিন প্রশ্ন, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং নাগরিক অধিকার নিয়েও দরকষাকষি চলবে। এই প্রেক্ষাপটে ইজরায়েল বেইতেনু দলের নেতা আভিগদর লিবারম্যানের মতো নেতাদের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আরব দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা অথবা নেতানিয়াহুর শিবিরের সঙ্গে কোনও ধরনের রাজনৈতিক বোঝাপড়া;দুই পথেরই রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে। কোনও পক্ষই সহজে ছাড় দিতে চাইবে না।

আমেরিকার রাজনৈতিক অসুখ কি এক ভোটে সারবে?

সমীক মহন্ত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন তাঁর প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হতে চলেছে। জনমত সমীক্ষার ইঙ্গিত, রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসের অন্তত একটি কক্ষের নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। তেমন হলে ট্রাম্পের হাতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা থাকলেও আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁকে আরও কঠিন বাধার মুখে পড়তে হবে। কিন্তু এই নির্বাচনের ফলেই আমেরিকার রাজনৈতিক বিভাজন মিটে যাবে, এমন আশা করার কারণ নেই।

মার্কিন রাজনৈতিক ইতিহাসে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দল সাধারণত ধাক্কা খায়। গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, হোয়াইট হাউসে থাকা দলের পক্ষে কংগ্রেসের আসন ধরে রাখা সহজ নয়। ব্যতিক্রম অবশ্য রয়েছে। ১৯৯৮ সালে বিল ক্লিন্টনের বিরুদ্ধে অভিশংসনের উদ্যোগের পর রিপাবলিকানরা প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। আবার ২০০২ সালে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর জাতীয় নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে জর্জ ডব্লিউ বুশের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ায় রিপাবলিকানরা নির্বাচনে সুবিধা পেয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্পের সামনে এখন এমন কোনও অনুকূল পরিস্থিতি নেই, যা তাঁর দলের পক্ষে জনমতকে এক ধাক্কায় বদলে দিতে পারে।

বরং অর্থনীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বিদেশনীতি; তিনটি ক্ষেত্রেই প্রশাসনকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। খাদ্যপণ্য, আবাসন, জ্বালানি ও চিকিৎসার খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। মূল্যবৃদ্ধির চাপ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির দৈনন্দিন জীবনকে কঠিন করে তুলেছে। নির্বাচনের আগে ভোটারদের কাছে অর্থনৈতিক স্বস্তি বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতি কিংবা জাতীয়তাবাদী স্লোগান এই বাস্তব অসন্তোষকে কতটা সামাল দিতে পারবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইরানকে ঘিরে সামরিক সংঘাত। যে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তা দীর্ঘায়িত হওয়ায় মার্কিন জনগণের একাংশের মধ্যে বিরক্তি বাড়ছে। জনমত সমীক্ষার উদ্ধৃত তথ্য অনুযায়ী, ৫৭ শতাংশ ভোটার এই যুদ্ধকে ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকান দেশকে এই সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে চান। যুদ্ধের আর্থিক বোঝা, জ্বালানির বাজারে অস্থিরতা এবং আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকি;সব মিলিয়ে বিদেশনীতি এখন আর কেবল আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে নেই; তা সরাসরি ঘরোয়া নির্বাচনী রাজনীতির অংশ হয়ে উঠেছে।

অভিবাসন নীতিও ট্রাম্পের জন্য ক্রমশ রাজনৈতিক বোঝা হয়ে উঠছে। অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা আইসের ক্ষমতা ও কার্যক্রম বাড়িয়ে প্রশাসন অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু এই অভিযানের পদ্ধতি, নাগরিকদের সঙ্গে আচরণ এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষত লাতিনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ বাড়ার ইঙ্গিত মিলছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে এই জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিল। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল, বাণিজ্যনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। কিন্তু অভিবাসনবিরোধী অভিযান যখন দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী পরিবারগুলিকেও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলছে, তখন সেই সমর্থন ধরে রাখা কঠিন।

এই পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পবিরোধী জনমতকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। তাদের প্রচারে জীবনযাত্রার ব্যয়, শুল্কনীতি, গর্ভপাতের অধিকার, ভোটদানের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ গুরুত্ব পাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসারে কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তার যে নতুন সংকট তৈরি হচ্ছে, সেটিও আলোচনায় এসেছে। দলের ভিতরে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক নেতাদের প্রভাব বাড়ার ঘটনাও মার্কিন রাজনীতির পরিবর্তিত প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ট্রাম্পবাদের ভবিষ্যৎ। ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টিকে আরও কট্টর জাতীয়তাবাদী অবস্থানের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ, আমেরিকার অভ্যন্তরীণ শিল্পকে সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কঠোর দরকষাকষি এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সীমিত সম্পৃক্ততা; এই নীতিগুলিই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি। কিন্তু এই অবস্থানের প্রতিক্রিয়ায় ডেমোক্র্যাট শিবিরের একাংশও আরও প্রগতিশীল অবস্থান গ্রহণ করছে। ফলে মার্কিন রাজনীতির মধ্যপন্থা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। একদিকে কট্টর রক্ষণশীলতা, অন্যদিকে প্রগতিশীল প্রতিরোধ;এই দুই মেরুর সংঘাত আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনকে তাই শুধু কংগ্রেসের আসনসংখ্যার লড়াই হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি কার্যত ট্রাম্পের নেতৃত্ব ও নীতির উপর জনমতের পরীক্ষা। প্রেসিডেন্ট নিজেই নির্বাচনী প্রচারে বিষয়টিকে ব্যক্তিগত লড়াইয়ের রূপ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ভোটাররা যেন তাঁকেই ব্যালটে দেখতে পাচ্ছেন বলে ধরে নেন। এই অবস্থান নির্বাচনের গুরুত্ব বাড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে পরাজয়ের ঝুঁকিকেও ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্নে পরিণত করেছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে ট্রাম্পের বক্তব্যও উদ্বেগ তৈরি করেছে। ভোটার নথিভুক্তি, ভোট গণনা এবং ফলাফলের বৈধতা নিয়ে তাঁর অতীতের অবস্থানের কারণে আশঙ্কা রয়েছে, রিপাবলিকানরা পরাজিত হলে ফলাফলকে আইনি ও রাজনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল ভবনে হামলার স্মৃতি এখনও মার্কিন গণতন্ত্রের সামনে সতর্কবার্তা হয়ে রয়েছে। নির্বাচনী ফল নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত নতুন করে বাড়লে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আস্থার সংকট আরও গভীর হতে পারে।

ধরা যাক, ডেমোক্র্যাটরা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং সেনেট;দুই কক্ষেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। সে ক্ষেত্রে ট্রাম্পের পক্ষে নতুন আইন পাশ করানো কঠিন হবে। প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, নিয়োগ এবং ব্যয়ের হিসাব নিয়ে কংগ্রেসে তদন্ত শুরু হতে পারে। সরকারি আধিকারিকদের সাক্ষ্য দিতে ডাকা, নথি তলব এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি বাড়তে পারে। ডেমোক্র্যাটদের একাংশের মধ্যে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আবার অভিশংসনের দাবিও জোরালো হতে পারে। তবে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারালেই প্রেসিডেন্টের পদ হারাতে হবে, এমন নয়। ট্রাম্প তাঁর মেয়াদের বাকি সময় হোয়াইট হাউসেই থাকবেন, কিন্তু কার্যত 'খোঁড়া হাঁস' প্রেসিডেন্টে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

অন্যদিকে, রিপাবলিকানরা যদি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারে, তা হলে ট্রাম্প তাঁর নীতিগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আরও সুযোগ পাবেন। তবে ভোটের ফল যাই হোক, মার্কিন রাজনীতির মৌলিক সমস্যাগুলি রাতারাতি দূর হবে না। কংগ্রেসের দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ আলাদা দলের হাতে গেলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে। বাজেট, অভিবাসন, স্বাস্থ্যনীতি, কর এবং বিদেশনীতি;প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলীয় সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নির্বাচনের নজর থাকবে হাউসের ৪৩৫টি আসন এবং সেনেটের ৩৫টি আসনের দিকে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও আইনসভা নির্বাচনও রাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলবে। মিশিগান, জর্জিয়া ও মেইনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রদেশগুলির ফল বিশেষ তাৎপর্য পেতে পারে। মিশিগানে সেনেট নির্বাচনে আবদুল এল-সায়েদের প্রার্থিতা যেমন প্রগতিশীল রাজনীতির নতুন প্রবণতাকে সামনে এনেছে, তেমনই জর্জিয়ায় জন অসফের লড়াইও সেনেটের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

সব মিলিয়ে, এই মধ্যবর্তী নির্বাচন ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি রাজনৈতিক সতর্কবার্তা হতে পারে। ভোটাররা তাঁর নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেন, রিপাবলিকানরা কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে পারে, এমনকি প্রশাসনের উপর নজরদারিও বাড়তে পারে।

‘ডিমাপুরে কাচারিরা অভিবাসী নন’, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ ডিমাসা ছাত্র সংগঠন

ডিমাপুর : নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে কাচারি সম্প্রদায়কে অভিবাসী হিসেবে বর্ণনা করার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ডিএসইউ)। সংগঠনের দাবি, কাচারি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ডিমাপুরের ঐতিহাসিক ও পূর্বপুরুষের সম্পর্ক রয়েছে। তাই তাঁদের অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা ইতিহাসবিরোধী এবং তথ্যগতভাবে ভিত্তিহীন। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় ডিমাসা কাচারি সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে বলেও অভিযোগ করেছে সংগঠনটি।



গত ২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ডিএসইউর কেন্দ্রীয় কমিটি জানায়, ডিমাপুর ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন ডিমাসা কাচারি রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কাচারি সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের বসবাস এবং পূর্বপুরুষের সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। ফলে তাঁদের বহিরাগত বা অভিবাসী হিসেবে বর্ণনা করার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

সংগঠনের বক্তব্য, বর্তমান ডিমাপুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই শান্তি বজায় রাখার অজুহাতে কোনও জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যায় না। ডিমাসা কাচারি সম্প্রদায়ের আদিবাসী পরিচয় এবং ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে।

বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওকে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ডিএসইউ। পাশাপাশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও ইতিহাস নিয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল এবং সংবেদনশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সংগঠনটি। ডিএসইউ আরও জানিয়েছে, ডিমাসা কাচারি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক পরিচয়, পূর্বপুরুষের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় তারা আপসহীন থাকবে।

শিক্ষাগত শংসাপত্র নিয়ে বিতর্ক, কাউন্সিলরদের শপথ স্থগিতের দাবি শিলচরে

শিলচর : শিলচর পুরনিগমের নবনির্বাচিত কয়েকজন কাউন্সিলরের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শংসাপত্রের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক এবার রাজপথে। ভুয়ো শিক্ষাগত শংসাপত্র ব্যবহারের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার শিলচরে প্রতিবাদ মিছিল, বিক্ষোভ ও ধর্না কর্মসূচি পালন করলেন একদল সচেতন নাগরিক। আগামী ৫ নভেম্বর নির্ধারিত শপথগ্রহণের আগে অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের শপথ স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিন সকাল ১১টায় শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছয়। সেখানে ধর্নায় বসে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। পরে জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। আন্দোলনকারী প্রসেনজিৎ কুমার দেব, আইনজীবী সৌমেন চৌধুরী, শিক্ষাবিদ বুদ্ধদেব চৌধুরী, মাধব সাহা ও সঞ্জীব রায়-সহ অন্যান্য বক্তারা অভিযোগ করেন, নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও প্রশাসন যথাযথ তদন্ত করেনি। তাঁদের দাবি, ১২-১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির শিক্ষাগত নথি নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে এই অভিযোগ সব কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে নয় বলে স্পষ্ট করেন তাঁরা।

বিশেষভাবে ছয় নম্বর ওয়ার্ডের এক কাউন্সিলরের ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আন্দোলনকারীরা বলেন, সিকিম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলে ২০১৮ সালে সেখান থেকে ডিগ্রি অর্জন সম্ভব হল কীভাবে, তা তদন্ত করা প্রয়োজন। আসাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ২০২২ অনুযায়ী স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান তাঁরা।

বিলাস ইন কাণ্ড : অভিযুক্তের মৃত্যুতে স্বস্তি, ‘ঈশ্বরের বিচার’ বলছে নিহতদের পরিবার

গুয়াহাটি : গুয়াহাটির হোটেল বিলাস ইন-এ পাঁচজনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার পর স্বস্তি প্রকাশ করল নিহতদের পরিবার। অভিযুক্তের মৃত্যুকে ‘ঈশ্বরের বিচার’ বলে অভিহিত করে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এবার তাঁদের দীর্ঘদিনের আতঙ্কের অবসান হয়েছে।

বুধবার ভোরে অসমের শিবসাগর জেলায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ৩৪ বছর বয়সি গগৈয়ের। পুলিশের দাবি, অন্য একটি মামলার তদন্তে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। তখনই পুলিশ গুলি চালায়।

গত ২৬ অক্টোবর গুয়াহাটির হোটেল বিলাস ইন-এ সম্পত্তির মালিকদের সঙ্গে বিবাদের জেরে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে হোটেলের লিজগ্রহীতা গগৈয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনায় হোটেলের মালিক পরিবারের চার সদস্য-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন ভুদেব ভরালি (৬৫), তাঁর বোন হেলেনা (৫৮), ছেলে দেবর্ষি কাশ্যপ (৩৯), পুত্রবধূ রিনিকা কাশ্যপ (৩০) এবং পরিবারের কর্মী নারায়ণ দাস (৪৮)। আহত হন গাড়িচালক সত্যেন্দ্র পাঠক (৪৩)।



নিহত ভুদেব ও হেলেনার বৃদ্ধা মা বলেন, ঈশ্বরের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল, একদিন ন্যায়বিচার মিলবেই। অভিযুক্তের মৃত্যুতে সন্তানদের আত্মা শান্তি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। পরিবারের অন্য সদস্যরাও অসমের মানুষের পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। এদিকে, গুলিতে আহত একমাত্র জীবিত গাড়িচালক সত্যেন্দ্র পাঠকের পরিবারও স্বস্তি প্রকাশ করেছে। তাঁর মায়ের কথায়, অভিযুক্ত বেঁচে থাকায় ছেলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ছিল।

উল্লেখ্য, ঘটনার পরই গ্রেফতার হয়েছিলেন গগৈ। তাঁর কাছ থেকে অপরাধে ব্যবহৃত লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ।

বরাকেও রোপওয়ে, গঙ্গানগর থেকে সরাসরি ভুবন মন্দিরে

কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে গড়বে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

শিলচর : পর্যটন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অসমে পাঁচটি রোপওয়ে প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে বরাক উপত্যকা। কাছাড় জেলার গঙ্গানগর থেকে শৈবতীর্থ ভুবন মন্দির পর্যন্ত তৈরি হবে রোপওয়ে। মঙ্গলবার দিসপুরে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।



মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে কামাখ্যা মন্দির, ভুবন মন্দির, ভৈরবী মন্দির এবং জাটিঙ্গার পাখিরালিকে রোপওয়ের মাধ্যমে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গুয়াহাটির খানাপাড়া থেকে গুয়াহাটি রেলস্টেশন পর্যন্তও তৈরি হবে একটি রোপওয়ে।

প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে গঠন করা হবে রোপওয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। পাশাপাশি তৈরি হবে একটি পৃথক কোম্পানি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, ওই সংস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ৫১ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারের ৪৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকবে। এই সংস্থার মাধ্যমেই প্রকল্পগুলির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে প্রথমটি গুয়াহাটির কামাখ্যা রেলস্টেশন থেকে কামাখ্যা মন্দির পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি খানাপাড়া থেকে গুয়াহাটি রেলস্টেশন। তৃতীয় প্রকল্পটি বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলায়। মতিনগর-গঙ্গানগর থেকে ভুবন পাহাড় পর্যন্ত তৈরি হবে এই রোপওয়ে। এর ফলে পর্যটকরা গঙ্গানগর থেকে রোপওয়েতে চড়েই সরাসরি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ভুবন মন্দিরে পৌঁছতে পারবেন।

চতুর্থ প্রকল্পটি ডিমা হাসাও জেলায়। হাফলঙের হেমপিউপেট পিক থেকে জাটিঙ্গা বার্ড ওয়াচিং টাওয়ার পর্যন্ত তৈরি হবে রোপওয়ে। এর মাধ্যমে পর্যটকরা জাটিঙ্গার বিখ্যাত পরিযায়ী পাখিদের সমাগম কাছ থেকে উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। পঞ্চম প্রকল্পটি শোনিতপুর জেলায় অগ্নিগড় থেকে ভৈরবী মন্দির পর্যন্ত।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে কামাখ্যা রেলস্টেশন থেকে কামাখ্যা মন্দির পর্যন্ত রোপওয়ে নির্মাণের কাজ কিছুটা এগিয়েছে।

মণিপুরে তিন কুকি মহিলাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন মামলা

বিচার বিলম্বের যুক্তিতে সুপ্রিম কোর্টে জামিন চাইলেন অভিযুক্ত

ইম্ফল : ২০২৩ সালে মণিপুরের জাতিগত হিংসার সময় তিন কুকি-জো মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানোর ঘটনায় অভিযুক্ত ইয়ুমলেম্বাম জীবন সিং সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। বিচারপ্রক্রিয়ার অস্বাভাবিক ধীরগতির যুক্তি দেখিয়ে মঙ্গলবার তাঁর পক্ষে জামিনের আবেদন করেন আইনজীবী শাদন ফরাসাত। মামলার সাক্ষ্যগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালতও দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনমালীর বেঞ্চে শুনানির সময় জীবন সিংয়ের আইনজীবী জানান, বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সাক্ষ্যগ্রহণে তেমন অগ্রগতি হয়নি। গত ৫ অক্টোবর আদালত তিন নির্যাতিতার সাক্ষ্যগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র একজনের সাক্ষ্য ও জেরা সম্পূর্ণ হয়েছে। অন্য এক নির্যাতিতার জেরা চলছে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল রাহা ঠাকরে জানান, সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ১৩, ১৬, ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছিল। নির্ধারিত দিনগুলিতে বাকি জেরা সম্পন্ন করার চেষ্টা হবে। তবে দোভাষীর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়া-সহ বিভিন্ন কারণে আগের শুনানিগুলিতে অগ্রগতি হয়নি বলে জানান জীবন সিংয়ের আইনজীবী। এরপর শীর্ষ আদালত প্রসিকিউশনকে নির্দেশ দেয়, নির্ধারিত তারিখে তৃতীয় নির্যাতিতাকে আদালতে হাজির করিয়ে তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জীবন সিংয়ের জামিনের আবেদনটি পরবর্তী শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৪ মে থৌবাল জেলায় ওই নৃশংস ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা তিন কুকি-জো মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘোরায়। তাঁদের মধ্যে দু’জনকে গণধর্ষণ করা হয়। এক নির্যাতিতার বাবা ও ভাইকেও হত্যা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরে ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হলে দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। ভিডিও ধারণ ও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে ২০ জুলাই ২০২৩ সালে গ্রেফতার হন জীবন সিং। চলতি বছরের জানুয়ারিতে গুয়াহাটির বিশেষ সিবিআই আদালত ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে।

নাভিককে পূর্ণ শক্তিতে ফেরাল ইসরো, জিপিএস-নির্ভরতা কমানোর পথে ভারত



নয়াদিল্লি : ভারতের নিজস্ব উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা 'নাভিক'কে ফের পূর্ণ সক্ষমতায় সচল করার পথে বড় সাফল্য পেল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। সংস্থার নতুন উপগ্রহ এনভিএস-০৩ সফলভাবে নির্ধারিত জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথে পৌঁছেছে। এর ফলে দেশের নিজস্ব নেভিগেশন নেটওয়ার্কের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হল। বিদেশি ব্যবস্থার উপর, বিশেষত আমেরিকার জিপিএসের উপর নির্ভরতা কমাতেও এই সাফল্য সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ৩০ অক্টোবর শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে জিএসএলভি-এফ১৮ রকেটে উৎক্ষেপণ করা হয় এনভিএস-০৩-কে। উৎক্ষেপণের পর উপগ্রহটিকে প্রথমে অন্তর্বর্তী কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল। পরে পরপর তিনটি কক্ষপথ-বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সেটিকে নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়া হয়। ইসরোর তথ্য অনুযায়ী, উপগ্রহটি ৩৫,৮৪২.৬ অ ৩৪, ৫৯৪.৯ কিলোমিটারের কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে।

'নাভিক'-এর পুরো নাম 'নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন'। এটি ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ-নির্ভর অবস্থান ও সময় নির্ণয় ব্যবস্থা। দেশের মূল ভূখণ্ডের পাশাপাশি সীমান্তের বাইরে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় এই ব্যবস্থা অবস্থান ও সময়সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারে। স্মার্টফোন, গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ, বিমান এবং বিভিন্ন ট্র্যাকিং যন্ত্রে এর সংকেত ব্যবহার করা সম্ভব। ফলে যাতায়াত, দিকনির্ণয় ও পণ্য পরিবহণে সুবিধা বাড়তে পারে।

আগে নাভিকের কয়েকটি উপগ্রহে থাকা পারমাণবিক ঘড়িতে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। চলতি বছরের শুরুতে উৎক্ষেপিত এনভিএস-০২-ও প্রপালশন ব্যবস্থার সমস্যায় নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছতে পারেনি। ফলে ন্যূনতম চারটি সচল উপগ্রহের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এনভিএস-০৩-এর সফল কক্ষপথে পৌঁছনো সেই ঘাটতি কাটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নতুন উপগ্রহে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পারমাণবিক ঘড়ি রয়েছে। পাশাপাশি এল১ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড সমর্থনের ফলে আধুনিক স্মার্টফোন ও নেভিগেশন রিসিভারের সঙ্গে সামঞ্জস্য বাড়বে। উপগ্রহটির পরিকল্পিত কর্মকাল অন্তত ১২ বছর।

নাভিকের গুরুত্ব শুধু দৈনন্দিন যাতায়াতে সীমাবদ্ধ নয়। দুর্যোগ মোকাবিলা, ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া, মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা, সামুদ্রিক চলাচল, পরিকাঠামো এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও নিজস্ব নেভিগেশন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় ধাক্কা ট্রাম্পের, মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষই ডেমোক্র্যাটদের দখলে



ওয়াশিংটন : মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড়সড় ধাক্কা খেলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কংগ্রেসের দুই কক্ষ; সেনেট ও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস; দখল করল বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা। ফলে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ দুই বছরে আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, নানা ক্ষেত্রেই বাড়বে রাজনৈতিক বাধা। ২০২৪ সালে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেসের দুই কক্ষেই রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল সেই সমীকরণ বদলে দিল।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলির প্রকাশিত ফলাফল ও পূর্বাভাস অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাটরা সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। একই ভাবে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে তারা। বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যগতভাবে রিপাবলিকান-প্রভাবিত রাজ্যেও ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের জয় এই ফলকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। তবে সব আসনের চূড়ান্ত গণনা ও আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের প্রক্রিয়া এখনও চলতে পারে।

এই জয়ের ফলে কংগ্রেসের দুই কক্ষেই তদন্ত, শুনানি ও প্রশাসনের কাছে নথি তলবের ক্ষমতা পাবে ডেমোক্র্যাটরা। ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে তদন্ত শুরু করা, মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জবাবদিহির মুখে ফেলা এবং প্রেসিডেন্টের আইন প্রণয়ন কর্মসূচি আটকে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষ করে বাজেট, নিয়োগ এবং নতুন আইন পাশের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সমর্থন আদায় করা ট্রাম্পের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

তবে প্রেসিডেন্টের হাতে থাকা ভেটো-ক্ষমতা এবং সেনেটে ফিলিবাস্টারের মতো পদ্ধতি ডেমোক্র্যাটদের সব উদ্যোগকে সহজে বাস্তবায়িত হতে দেবে না। ফলে আগামী দুই বছর হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘাত এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থার আশঙ্কা থাকছে।

বিরল খনিজে চিনের নির্ভরতা কমাতে ২, ৮১৪ কোটির প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর: লিথিয়াম, নিকেল ও কোবাল্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজে চিনের উপর নির্ভরতা কমাতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। এই খনিজগুলির প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো গড়তে ২,৮১৪ কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগামী পাঁচ বছরে দু'টি লিথিয়াম ও দু'টি নিকেল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। প্রকল্পে বিনিয়োগের ৩০ শতাংশ ভর্তুকি দেবে সরকার। বৈদ্যুতিক গাড়ি, ব্যাটারি, ইলেকট্রনিক্স ও প্রতিরক্ষা শিল্পে এই খনিজগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। নীতি আয়োগের তথ্য অনুযায়ী, লিথিয়াম, নিকেল ও কোবাল্টের ক্ষেত্রে ভারত এখনও সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর। নতুন প্রকল্পে দেশীয় উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা বাড়বে বলে আশা করছে কেন্দ্র।

শান্তি আলোচনার আগে ইউক্রেনে ভয়াবহ হামলা রাশিয়ার, নিহত ২৭



কিয়েভ : মার্কিন মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে নতুন করে শান্তি আলোচনা শুরুর প্রস্তুতির মধ্যেই ইউক্রেনের একাধিক এলাকায় ভয়াবহ হামলা চালাল রুশ সেনা। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, একটি গ্রামে হামলায় অন্তত ২৭ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, খারকিভের একটি হাসপাতালেও আঘাত হেনেছে রাশিয়া। সেখানে ৭৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। হামলার তীব্র নিন্দা করে তিনি একে নিরস্ত্র মানুষের উপর রাশিয়ার সন্ত্রাস বলে উল্লেখ করেছেন।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার খারকিভের হাসপাতালটিতে হামলার সময় কার্ডিওলজি বিভাগে রোগীদের চিকিৎসা চলছিল। আঘাতে ওই বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহতদের মধ্যে রোগী ও হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে চিকিৎসা পরিষেবা চালু থাকা অবস্থায় হাসপাতালকে নিশানা করার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় সংঘাত হিসেবে বিবেচিত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে আগামী সপ্তাহে আবুধাবিতে নতুন করে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হওয়ার কথা। সেখানে রাশিয়া, ইউক্রেন এবং আমেরিকার মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসবেন বলে জানানো হয়েছে। সেই বৈঠকের আগে এই হামলা শান্তি উদ্যোগের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

বার্লিন সফরে থাকা জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়া তাঁর দেশের উপর ভয়ংকর হামলা চালিয়েছে। আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিন এই হামলার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, মস্কো হয়তো মনে করছে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড ওয়াশিংটনের নজরে পড়বে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর হামলাকে গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।

এদিকে, যুদ্ধ থামাতে জ্বালানি কূটনীতির পথেও চেষ্টা চালাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শীতের আগে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে জ্বালানি ক্ষেত্রে সংঘর্ষবিরতি কার্যকর করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

এসআইআরে নাম বাদ পড়াদের স্বস্তি, ফর্ম ৬ নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের

নয়াদিল্লি : এসআইআর-এর খসড়া ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লেও নাম তোলার আবেদন করা যাবে। এ জন্য ফর্ম ৬ জমা দিতে পারবেন ভোটাররা। আগের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও আবেদনকে মিথ্যা ঘোষণা হিসেবে গণ্য করা হবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ৩ নভেম্বর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে, ফর্ম ৬ জমা দেওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৩১ নম্বর ধারায় কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হবে না। আগের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে আইনি জটিলতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কারণ, ফর্ম ৬-এ আবেদনকারীকে প্রথমবার ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করছেন বলে ঘোষণা করতে হয়। সেই



ঘোষণাকে মিথ্যা বলে গণ্য করা হতে পারে, এই আশঙ্কায় অনেকে আবেদন করতে দ্বিধায় ছিলেন।

কমিশনের নির্দেশে সেই সংশয় দূর হল। আগের তালিকায় নাম থাকা ভোটাররাও ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির আবেদন করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ৫ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছিল, ফর্ম ৬-এ পরিবর্তনের অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি। পরিবর্তনের অনুমোদন কে দিয়েছিল, তা-ও জানতে চেয়েছিল শীর্ষ আদালত। এদিকে এসআইআর ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে বিরোধীদের সমালোচনা অব্যাহত। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সভা করে ইন্ডি জোট। পাল্টা বিজেপিও শহরে 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচি পালন করেছে।

উষ্ণায়নের গ্রাসে বিশ্বের ৯৬ শতাংশ প্রবালপ্রাচীর, বিপন্ন ভারতের চার অঞ্চলও

সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সামুদ্রিক তাপপ্রবাহে অস্তিত্বের সংকটে প্রবালপ্রাচীরের বাস্তুতন্ত্র

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত আর শুধু স্থলভাগে সীমাবদ্ধ নেই। সমুদ্রের গভীরে গড়ে ওঠা প্রবালপ্রাচীরও ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে পড়ছে। সমুদ্রের জল উষ্ণ হয়ে ওঠা এবং ঘন ঘন সামুদ্রিক তাপপ্রবাহের জেরে বিশ্বের প্রায় ৯৬ শতাংশ মূল্যায়িত প্রবালপ্রাচীর বাস্তুতন্ত্র ভবিষ্যতে 'চরম বিপন্ন' পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। এই আশঙ্কার কথা উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)-এর প্রথম বিশ্বব্যাপী প্রবালপ্রাচীর মূল্যায়নে। উদ্বেগের বিষয়, ভারতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবালপ্রাচীর অঞ্চলও এই বিপদের বাইরে নয়।

আইইউসিএনের 'রেড লিস্ট অব ইকোসিস্টেমস'-এর আওতায় তৈরি এই মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানে রাষ্ট্রপুঞ্জের জীববৈচিত্র্য সম্মেলন কপ-১৭-এ। প্রবালপ্রাচীরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের পাশাপাশি আগামী দিনে সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক তাপপ্রবাহের সম্ভাব্য প্রভাবও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সেই হিসেবেই উঠে এসেছে বিপদের ব্যাপকতা। বর্তমান পরিস্থিতির পাশাপাশি ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত যুক্ত করলে প্রবালপ্রাচীরের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মূল্যায়নে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং চাগোস দ্বীপপুঞ্জের মোট ১৩টি প্রবালপ্রাচীর

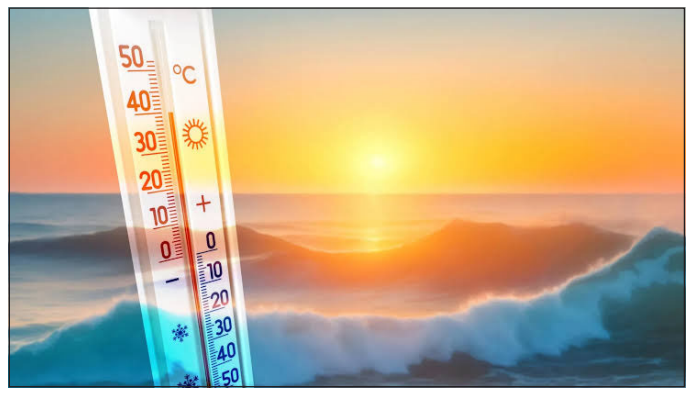

অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলগুলির আয়তন প্রায় ৮,২৮২.৬ বর্গকিলোমিটার, যা বিশ্বের মোট প্রবালপ্রাচীর এলাকার প্রায় ৪ শতাংশ।

গত ৫০ বছরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এই ১৩টি অঞ্চলের মধ্যে সাতটি 'ঝুঁকিপূর্ণ', চারটি 'বিপন্ন' এবং দু'টি 'চরম বিপন্ন' অবস্থায় ছিল। কিন্তু আগামী ৫০ বছরের সম্ভাব্য জলবায়ু পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে দক্ষিণ এশিয়ার ১৩টি অঞ্চলই চরম বিপন্নের তালিকায় চলে আসতে পারে। অর্থাৎ, যে প্রবালপ্রাচীরগুলির অবস্থা অতীতে তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো ছিল, সেগুলির ভবিষ্যৎও এখন অনিশ্চিত।

ভারতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবালপ্রাচীর অঞ্চলকে ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিস্থিতির বিচারে চরম বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি হল;আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালী এবং কচ্ছ উপসাগর।

ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে এই চার অঞ্চলের মধ্যে তিনটি 'ঝুঁকিপূর্ণ' এবং মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালীর প্রবালপ্রাচীর 'বিপন্ন' পর্যায়ে ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের উষ্ণায়ন ও সামুদ্রিক তাপপ্রবাহের প্রভাব বিবেচনায় চারটিকেই চরম বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিবর্তন ভারতের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।

এই আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে ভারতের বৈজ্ঞানিক অবদানও উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীন জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জেডএসআই)-কে প্রবালপ্রাচীর বাস্তুতন্ত্রের মূল্যায়নের জন্য নোডাল সংস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সংস্থার চার বিজ্ঞানী;সি. রঘুনাথন, তমাল মণ্ডল, জে. এস. যোগেশ কুমার এবং চন্দ্রন রেথিনারাজ; আঞ্চলিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সহ-লেখক হিসেবে কাজ করেছেন। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার ৩৫০টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ১৬২টির তথ্য এসেছে ভারতের প্রবালপ্রাচীর অঞ্চল থেকে। অর্থাৎ, মোট পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের প্রায় ৪৬.৩ শতাংশের তথ্য সরবরাহ করেছে ভারত। দীর্ঘদিনের ক্ষেত্রসমীক্ষা, জীববৈচিত্র্য গবেষণা, প্রবালপ্রাচীরের মানচিত্র তৈরি, প্রজাতির শ্রেণিবিন্যাস এবং সামুদ্রিক প্রাণীর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছে।

জেডএসআইয়ের বিজ্ঞানী তমাল মণ্ডল জানিয়েছেন, সংস্থাটি এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রবালপ্রাচীর নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, আইইউসিএনের উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা মূল্যায়নের যে কাজ চলছে, তাতে প্রবালপ্রাচীর সংক্রান্ত গবেষণার জন্য জেডএসআইকে নোডাল সংস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভারতের দীর্ঘদিনের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের তথ্য এই মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রবালপ্রাচীরের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদগুলির মধ্যে রয়েছে সামুদ্রিক তাপপ্রবাহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ব্যাপক প্রবাল বিবর্ণতা বা 'মাস কোরাল ব্লিচিং'। সমুদ্রের জল দীর্ঘ সময় স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উষ্ণ থাকলে প্রবালের শরীরে বসবাসকারী সহায়ক শৈবাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই শৈবাল প্রবালকে খাদ্য ও শক্তি জোগানোর পাশাপাশি তার স্বাভাবিক রং বজায় রাখতেও সাহায্য করে। শৈবাল হারিয়ে প্রবাল সাদা হয়ে যায়। এই অবস্থাই প্রবাল বিবর্ণতা নামে পরিচিত।

দীর্ঘদিন ধরে এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে প্রবাল খাদ্য ও শক্তির অভাবে মারা যেতে পারে। ১৯৯৮ ও ২০১৬ সালের ব্যাপক প্রবাল বিবর্ণতার ঘটনা এই বিপদের ভয়াবহতা আগেই সামনে এনেছিল। সাম্প্রতিক মূল্যায়ন বলছে, সমুদ্রের তাপমাত্রা আরও বাড়লে এ ধরনের ঘটনা ঘন ঘন ঘটতে পারে।

তবে প্রবালপ্রাচীরের অবক্ষয়ের জন্য শুধু উষ্ণায়ন দায়ী নয়। উপকূলবর্তী নির্মাণকাজ, সমুদ্রের তলদেশে খনন ও ড্রেজিং, পলি জমা, স্থলভাগের দূষিত পদার্থ সমুদ্রে মিশে যাওয়া, সামুদ্রিক বর্জ্য এবং অতিরিক্ত মাছ ধরাও এই বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে। প্রবালপ্রাচীরের পরিবেশে তৃণভোজী ও শিকারি মাছের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অতিরিক্ত মাছ ধরার ফলে তাদের সংখ্যা কমে গেলে সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খল ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

তমাল মণ্ডলের মতে, প্রবালপ্রাচীর শুধু সামুদ্রিক প্রাণীদের আশ্রয়স্থল নয়, গোটা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম ভিত্তি। এর অবক্ষয়ের প্রভাব প্রবালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের বিস্তৃত অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রবালপ্রাচীর দেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকূলীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পিত উপকূল ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রের জলের গুণমান বজায় রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রবালপ্রাচীর পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এই বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের কোনও বিকল্প নেই। গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানো এবং পরিবেশের ক্ষতিকর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে জরুরি।

জেডএসআইয়ের বিজ্ঞানী তমাল মণ্ডলও মনে করেন, সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র ও জলপ্রবাহ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ফলে প্রবালপ্রাচীর সংরক্ষণ কোনও একটি দেশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে সমন্বিত উদ্যোগের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে নিজেদের উপকূলীয় অঞ্চলগুলির সুরক্ষায় কার্যকর নীতি গ্রহণ করতে হবে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

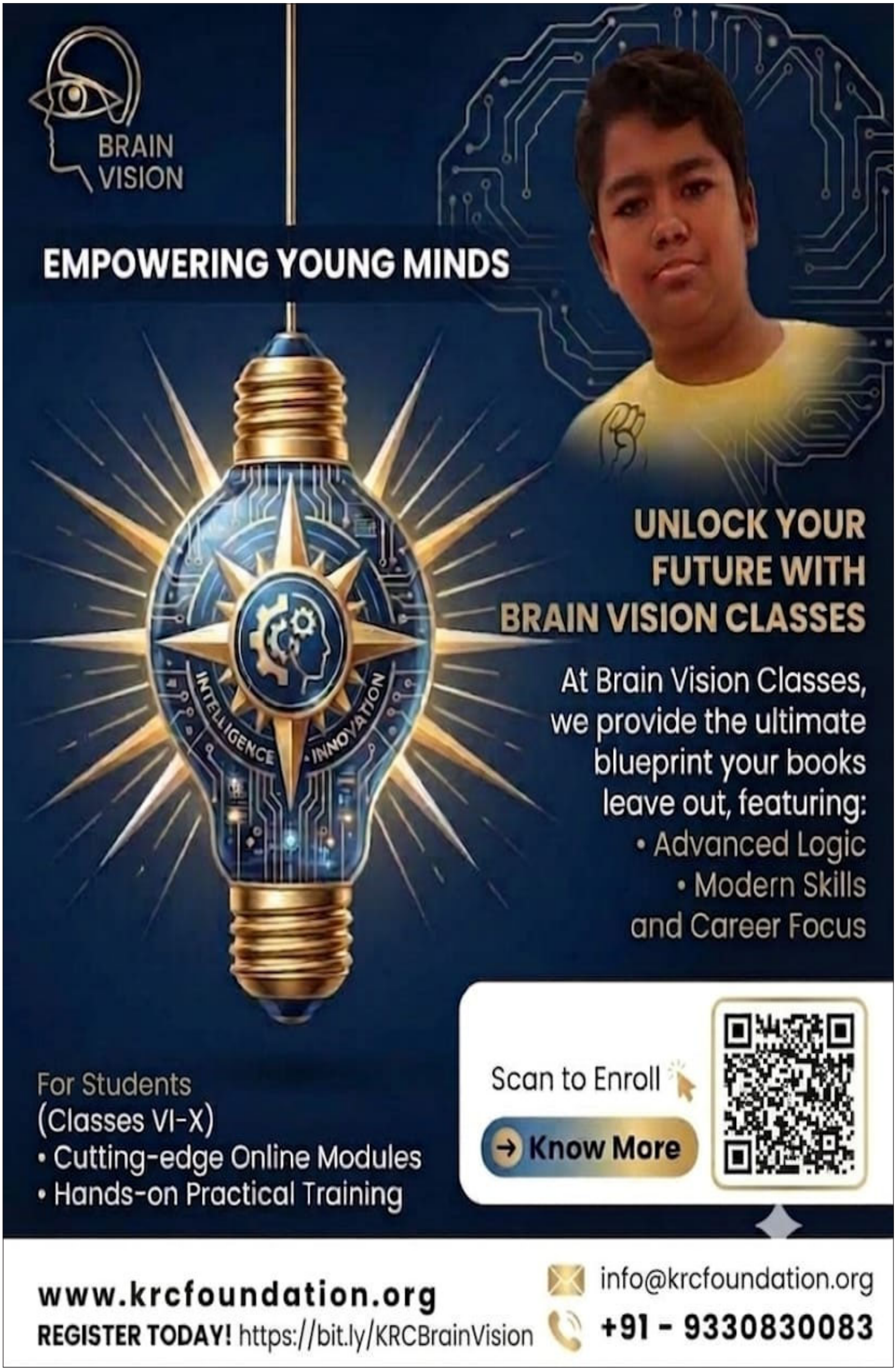
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard